প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
মিহির বিশ্বাস
ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
গ্রাফিক রিপ্রোডাকসান
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
তাপস বসু

লেজার গ্রাফিকস
ভারতী লেজার
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

এই বইয়ের সব কবিতাই সত্তর থেকে আশির দশকের মধ্যে লেখা হয়েছিল। তবু যে এতদিন এগুলি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হইনি তার প্রধান কারণ হল আগ বাড়িয়ে নিজের কবিতার বই বার করতে মনের সায় পাচ্ছিলাম না। কিন্তু 'কী ছিল বিধাতার মনে'—অনুজপ্রতিম সুহৃদ ও কবি অপূর্ব রায়ের ইচ্ছার বেগ আমার সে সঙ্কোচের বেড়া ভাসিয়ে দিল। আমার কবিতাগুলি প্রকাশের জন্যে তার আগ্রহ এতটাই প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠল যে প্রাথমিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা আর দেখাতে পারলাম না। এই গ্রন্থ প্রকাশের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তার ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তাই ভাবগতভাবে বলতে গেলে অপূর্বই হল এই বইয়ের প্রকাশক।

সহকর্মী ও মানবতাবাদী নাট্যকার তপন দাস কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে আমায় উপকৃত করেছেন।

ভারতী সাহিত্য প্রকাশনীর কর্ণধার মিহির বিশ্বাস ও সংস্থার প্রতিটি কর্মীকেও জানাই আমার হার্দ্যিক অভিনন্দন এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁদের সহযোগিতার জন্যে।

আগেই জানিয়েছি এই বইয়ের কবিতাগুলি বেশ কিছুদিন আগে লেখা। বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে বিভিন্ন কবিতায় শব্দের/বাক্যাংশের সামান্য পরিবর্তন পরিমার্জন ঘটিয়েছি। কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি পশ্চিমবঙ্গের দু'তিনটি লিটল ম্যাগাজিনে এবং আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'আন্তরিক' পত্রিকায় ইতোপূর্বে মুদ্রিত হয়েছিল।

পরিশেষে সবিনয়ে বলি আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, কবিতার কারিগর নয়। তা আমি কতটা হতে পেরেছি বা আদৌ পেরেছি কিনা, অনুভবী পাঠক-পাঠিকাদের হাতেই রইল সে বিচারের ভার।

আমার জীবনে যাঁরা ছিলেন অনির্বাণ প্রেমের প্রথম কবিতা, কিন্তু আমি তার অর্থ বুঝে ওঠার আগেই চিরবিদায় নিয়ে গেলেন, সেই স্বর্গতা মা ও স্বর্গত বাবার অজর স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই ক্ষুদ্র নিবেদন।

সূচী

ছায়া দীর্ঘ

বাক্যে যত কুঁড়ি ধরে রক্তে তার কিছুই ফোটেনা
তোমাদের ছায়া দীর্ঘ, তোমরা অতটা দীর্ঘ নও
কোনদিন ঝড় হবে তালে মাপা সুভব্য নিশ্বাস?
অব্রণ আশার গর্ভে নতুন কালের ভ্রূণ হয়ে
উর্বর কম্পন হবে, যার গান তোমরা শোনাও?
তোমাদের ছায়া দীর্ঘ, তোমরা অতটা দীর্ঘ নও।

কে বলবে

ঘরে ঘরে নিষ্ঠুর উপেক্ষা
পথে পথে অভাবিত আহ্বান।
অতর্কিতে পঙ্গপাল, অকস্মাৎ হীরকের খনি,
কর্তব্যের সাহারায় প্রণয়ের সজল ইশারা
কখনও মরীচিকা, কখনও বা সত্যিই মরূদ্যান।
প্রত্যাখ্যানই পরিণাম প্রতীক্ষার
প্রিয় প্রার্থনার কবর থেকে প্রত্যয়ের পুনরুত্থান।
কে বলবে এই পৃথিবীটা কী
স্বর্গের টুকরো মেশানো নরক
না নরকের টুকরো ছড়ানো স্বর্গ।

গোয়েঙ্কা হাসপাতাল

স্কুলবাড়িটায়

আজ একটা স্কুলে গিয়েছিলাম
সেখানে পড়িনি কখনও
তবু কত কথার টুকরো আর কলহাসি
মনের মধ্যে মুখর হয়ে উঠল স্কুলবাড়িটায় পা দিতেই।
বুঝি ফিরে পাওয়া কোন প্রেমের গতিতে
কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহান্তরে চলে এলাম মুহূর্তেই
বেপরোয়া সবুজ উল্লাসে!
দেখলাম এক সুরূপা শিক্ষিকাকে
দৃপ্ত যৌবনলাবণ্যে তৃপ্ত চলনভঙ্গিটুকু তাঁর
মনে হল প্রত্যয়ের সমুদ্রে প্রার্থনাপ্রবাহ।

ভাবরঙ্গ

বীজ থেকে বনস্পতিতে কর যাওয়া আসা;
ঝড়ের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে
স্থির হও কোন ব্যথিত বুকে।
কিশোরীর পরিচ্ছন্ন হাসিতে উঁকি দিয়েই
ছড়িয়ে যাও ছায়াপথে
অতল সাগরে ডুব দাও পরক্ষণেই,
ভেসে ওঠ কারও মুগ্ধ দৃষ্টিতে।
হে অনাদি ঐন্দ্রজালিক, একি অনন্ত ভাবরঙ্গ তোমার
যেমন দিনান্তে তেমনি যুগান্তে অনলস,
দীপশিখা থেকে নীহারিকা তোমার লীলাঙ্গন!

কোন কোন চিন্তা

কোন কোন চিন্তা কী গভীর সুন্দর
যেন বৈশাখী আকাশে মেঘের ডমরু
কীর্তনের আসরে শ্রীখোলের মতো
বাজিয়ে দিয়ে যায় মনটাকে।
তাদের মধ্যে দিয়ে চেনা জগৎটাকে দেখি
পূজারতা মাকে শিশু যেমন দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে।
সেই মুহূর্তের মন্দিরে বসে থাকি অসঙ্কোচে
দেব দেবীদের ডেকে বলি
এসো তোমরা, আমায় প্রণাম করে ধন্য হও।
তখন দিবালোকও দৈববাণী,
বুকের মধ্যে ধূপের মতো কত অচেনা মুখ জ্বলে ওঠে,
কস্তুরীর সুবাসে ভুবন ভরে যায়।

রহস্য

সেদিন দেখলাম এক তরুণীকে
দীঘল কালো চোখ, লোভন বুক, গুরু জঘন সেই মেয়ের
পাশে আর কেউ ছিলনা তার
শুধু আবিষ্ট দৃষ্টিতে ছিল প্রিয়স্পর্শের সজীব রেশটুকু।
ভ্রমরের মতো উড়ে গেল আমার চোখ দুটি
কতক্ষণ বসে রইল তার মুখের গোলাপে।

কিন্তু একবারও মনে হলনা এ রূপ তোমারই, নিশ্চিত তোমারই,
তোমারই এক নিমেষের একটি বিভোল ভঙ্গি এ,
ভুলে গেলাম প্রণাম জানাতে।

দুদিন পরে দেখলাম এক জড়বুদ্ধি যুবক
ছিন্ন মলিন পোশাকে দুবাহু তুলে নাচছে,
দু কষ বেয়ে লালা ঝরছে তার, ক্যালিবানের মতো কদর্য!
সহসা কী যে হল, করজোড়ে বলল আমার মন,
এ তোমারই মূর্তি হে সর্বরূপী, ওগো আবৃত-দেবতা, আমার প্রণাম নাও

সৌন্দর্যের দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়ে
অর্ঘ্য নিলে কুৎসিতের মধ্যে দিয়ে
এ কি অকূল রহস্য তোমার হে গহন!

তুমি নিয়ে যাও

আস্যে তোমার প্রোজ্জ্বল শুচি হাস্য যখন প্রকাশ হয়
তখন চিন্তা মন্ত্রময়,
পূর্ণিমারাতে চাঁদের মতন দুচোখে তোমার জ্যোৎস্না বয়
সকল বেদনা পায় বিলয়।
মদ্যপ যুগ ভয়ে সঙ্কোচে লাজে ম্রিয়মাণ তখন হয়
পৃথিবী যেন এ পৃথিবী নয়,
মনআবরণমুক্ত তখন অঙ্গ ভূমার রঙ্গালয়
এবং বিশ্ব মন্ত্রময়,
তুমি নিয়ে যাও তুমিহীন লোকে যেখানে কেবল আমিই রয়,
আমিই বয়।

তুমি-আমি

আমার আমিরে কোথাও খুঁজিয়া পাইনা
নিখিল বিশ্ব যেন তুমি দিয়ে গড়া
তাইতো তোমাতে নিবিষ্ট হতে ছুটে যাই,
গিয়ে দেখি, একি, সকল ভুবন আমিময়!

তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে কখন সহসা
মনে হয় বুঝি তোমারেই তুমি ডাকিছ
বিরল পুলকে যদি উঁকি মার কভু বা,
বিস্ময়ে ভাবি, এত অপরূপ আমি!

কী বলিব আর ভাষা তো খুঁজিয়া পাইনা
বল কে গো তুমি, তুমি কি আমারই আমি?
আমারেই আমি রচেছি কি তুমি করিয়া,
নাকি এ আমার আমিও তোমারই তুমি!

দেখা

আমরা অনেক কিছু দেখি
হাতি এবং ঘোড়া
জ্যোৎস্নারাতে তাজমহল আর ঊষায় টাইগার হিলের সূর্যোদয়
শুধু দেখিনা পাশের মানুষটাকে।
পৃথিবীর নবম আশ্চর্য, সহপথিকের মন জানা।
কঠিনতম কাজ, দুঃখীর প্রতি রুক্ষ না হওয়া।

আমাদের দৌড় অনেকদূর
একেবারে চাঁদ অবধি,
তবু যেতে পারিনা অগ্নিকাণ্ডের সেই আরম্ভে
যখন একটু তেলের অভাবে প্রদীপের গর্ভ জ্বলছিল।

ছোঁয়া

বর্ষণহীন দারুণ গ্রীষ্মদিনে
চিত্ত যখন তৃষ্ণায় জরজর
জ্বালাময় স্মৃতি তবুও স্বপ্ন দেখে
অন্তর হবে মধুরসে ভরভর।

গাছের সবুজে আকাশের নীলে খুঁজি
শিশুর হাসিতে কুমারীর চুম্বনে
পাইনা কোথাও যা পেলে চাইনা কিছু
আশার পেয়ালা ক্ষোভে কাঁপে থরথর।

ক্রমে রাত বাড়ে চারিদিকে ভূত প্রেত
ফুলের আড়ালে জাগে ডাকিনীর মুখ
কার ছোঁয়া লেগে সহসা শোণিত দোলে
সান্ত্বনা নামে আঁখি বেয়ে ঝরঝর।

তবু

বিগত স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যায় বুক,
নাচিকেতাগ্নি নিভে আসে দুই চোখে,
নির্বোধ মন তবুও সৌধ গড়ে,
সাধের সাগর থেকে ওঠে নব প্রিয়া।

ঘরে ঘরে দেখি চেয়ার, টেবিল, স্ট্যাচু,
রোয়াকে রোয়াকে অসংজ্ঞ যৌবন,
বেআইনীভাবে শিশুরা তবুও হাসে,
তবু অন্তর হ'তে চায় আলাদীন।

হাতছানি

চলতি পথের দুপাশে যখন শুধু
কাঁচা চামড়ার গন্ধই নাকে আসে
দেখি পোড়া ফুল, বাজ পড়া যত গাছ,
আর নিষ্প্রাণ জ্যোতিষ্ক দূর আকাশে

নির্বাক ব্যথা নির্বাধ হ'তে চেয়ে
যদি খুলে দেয় অশ্রুর নির্গল,
নির্বোধ বলে উপহাসই শুধু পায়,
পায়না ঊষার আশ্বাস উজ্বল।

সহসা দৃষ্টি কেড়ে নেয় বল ও কে
ওই যে ওখানে শ্বেতপদ্মের মতো,
মানবী না দেবী ও কোন দীপ্তিময়ী
বহুকাঙ্ক্ষিত সঙ্কেতে যেন ডাকে।

বোঝনি বন্ধু, ও মূর্তি পাথরের
সুন্দর বটে কিন্তু নিশ্চেতন
উদ্যত বাহু দেবে চিরহাতছানি,
দেবেনা দেবেনা কামিত আলিঙ্গন।

চেতনা

তোমার চোখের সুরায় মাতাল কর
মুকুলিত হোক এ মুদিত যৌবন,
চাঁরিদিক হতে প্রাণ পাক তবে সুর
আশা উড়ে যাক্ দূরে, আরও আরও দূর।
সহসা চেতনা পাই,
কাকে যে কী বলি কেউই তো কাছে নেই
শুধুই আহত বুকের রক্ত গোধূলির মেঘে ঝরে,
শুধু যাতনায় আকাশের মুখ নীল।

গুজব

প্রেমের মৃত্যু নাই
সুখ জ্বলে গেলে তখন সে নেয় বিষাদের মেঘে ঠাঁই
ধূলিতলে আশাবীজ পচে তার অঙ্কুর ওঠে তাই।

প্রেমের মৃত্যু নাই
তাই তো আঁধার রসাতলমাঝে হীরকের দেখা পাই।
কুৎসিত কীট প্রজাপতি হয়ে ওড়ে,
খর উত্তাপ চন্দ্রিমারূপে ঝরে,

শুক্তি-উদরে মুক্তাক্ষরে দেখ লেখা আছে ভাই
প্রেমের মৃত্যু নাই।

উত্তরণ

কত স্বপ্ন ঝরে যায়,
কৈশোরের কত আশা, ভোরের কুঁড়ির মতো কত ভালবাসা
পচে যায়, পিষে, মিশে যায় কাদায় মাটিতে।
তবুও মরেনা
শত শত শবরীরা ঠায় জেগে থাকে
যদিও একেকটি দিন একেক কল্পের মতো বিলম্বিত হয়
স্নেহাতুর কোন শ্রাবণের ক'টি ফোঁটা জল
পেলেই উঠতে পারে হরিৎ অঙ্কুর
আলোর চুম্বনে ধন্য হতে।

কোন এক কচ

চোখে চোখে শপথের শব
ধ্রুপদী শঠতা দম্ভ চারিদিকে সোল্লাসে মুখর
নিখিলের ব্যথা যেন স্থাণু হয়ে আছে তারই মাঝে।
ঘরে ঘরে বহুবর্ণা নারী
চায় শুধু রূপোলি মৌতাত।

হঠাৎ-ই সাইরেন বাজে
উড়ে আসে বোমারু বিমান
ধ্বস্ত কত জনপদ, যৌবনের যত সৌধরাজি,
তবু সেই নাশের তাণ্ডবে
কোন এক কচ শুধু ভাবে
এ ব্যর্থ জীবনও ধন্য হবে অন্য কোন জীবনের মাঝে।

সেদিন

ফুল ছিল প্রিয় সাংবাদিক
কিন্তু সেদিন বাগানের সব ফুল দিয়ে তারই দেহ ঢেকে দেওয়া হল
যেই দিন প্রেম গেল মরে (যদিও গুজব আছে সে নাকি অমর)।
সারি সারি মানুষের মুখ তারই শববাহকের দল
সারাদিন ধরে চলে গেল শ্মশানের দিকে!

তারপর সন্ধ্যা হল।
সেদিন পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় মেতেছে চারিদিক
অনাদি মদের মতো যে জ্যোৎস্নায় ডুবে কতদিন কত খেলা করেছে পৃথিবী।
মুখ তুলে চাইলাম কি জানি কী ভেবে
দেখি চাঁদ হয়ে গেছে চিতা, লেলিহান অগ্নিশিখা তার
সুদূর আকাশ থেকে ছুটে এল আমার অন্তরে
দুখানি দমকল থেকে কত জল ঢাললাম
তবু নিভলনা!

বিস্ফোরণ

সদ্য প্রভাতে সহসা হয়েছে বিস্ফোরণ
উড়ে গেছে বাঁধ তাই উন্মাদ চোখের জল,
বুঝেছি, বুঝেছি তুমি শত্রুরই গুপ্তদূতী
ছলছল আঁখি দুখানি তোমার ছিল গো ছল।

গোলাপহাসিতে মুড়ে এনেছিলে টাইমবোমা
যথাকালে আজ দিল সে আপন পরিচয়,
দগ্ধ হয়েছে ছিল যে বাসনা সুখনিলীন
তোমার স্ফুরিত বুকে মুখ গুঁজে অকুতোভয়।

বুমেরাং

চারিদিকে মরুঝড় উদ্দাম যদিও
আমরা সবাই চোখ বুজে মুখ গুঁজে থাকি
যে যার নিশ্চিন্ত কোণটিতে। আর মনে মনে জপ করি
সময় যে নেই।
আসলে ছুঁচের মতো বুক (যদিও ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতি)
ব্রণরস বড় মিঠে লাগে
বিচিত্র খেলনার দাম দিতে সারাদিন নিতান্ত মশগুল।
ভুলে যাই ফাল্গুনের স্মৃতি, বৈশাখের জ্বলন্ত শপথ,
হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় আর কোন পাগলামি নেই।
তারপরে বিষণ্ণ নিশায় কী লড়াই নিবন্ত দীপের
নেই, তেল নেই!
রাজ্যের সমস্ত ঘরে তালা পড়ে খট্ খট্ খট্
ডুবন্ত জাহাজ ঘিরে নোনা জল করে দাপাদাপি
বুঝি বা তখন চোখে পড়ে—বুমেরাং।

তারাও

দু-একজনকে দেখে মনে হয়েছিল ভোরের আলো যেন মূর্তি ধরে এসেছে
এবং দোয়েলের গান।
মনে হয়েছিল এরা রামধনুর শহর গড়বে ঠিক।
শেষে দেখি তারাও,
মুক্তোর চাষ করতে বেরিয়ে মাংসের দোকানেই লাইন দিল।

ভিন্ন ছায়াপথের এক গ্রহ থেকে পাঠানো
শুভেচ্ছাবার্তার মতো পেয়েছিলাম কাউকে কাউকে,
ভেবেছিলাম এদেরই দেখব একদিন মরূদ্যানের মিছিলের আগে।
আজ দেখছি তারাও ঢাকনা নিয়েই খেলছে,
সোনার পক্ষীরাজের মতো চমৎকার,
উড়তে অক্ষম।

ডিটেইন্‌ড্‌

এই ছেলেটিই ডিটেইনড্।
যদিও আর সকলে ছুটি পেয়েছে এবং খেলতে গেছে
এতক্ষণে ঘন সবুজ ঘাসের মধ্যে শুয়ে শুয়ে পাখির গান শুনছে
বান্ধবীদের হাত ধরে কেউ কেউ গেছে ঝরনার ধারে
তাদের মধ্যে দু একজন হয়ত ভেবেছে
'ও এখনও এলনা'! কিম্বা 'ওর কী হল!'
আবার খেলা জমেছে, ওরা সবাই মেতে উঠেছে,
তার কথা ভুলে গেছে যে ছেলেটা এখনও ডিটেইন্‌ড্।
কেউ জানতে চায়নি ও কেন ডিটেইন্‌ড্
কেউ বলতে আসেনি ওকেও ছুটি দিতে হবে।

ছেলেটা শুনেছে, ছুটির ঘন্টা বেজেছে, ঝলক ঝলক হাসির মতো
ওরই সামনে দিয়ে ছুটে গেছে ওর প্রিয়সঙ্গীর দল
ছুটির মজায় খুশির ঢেউ খেলেছে তাদের চোখে মুখে,
তাও দেখেছে সে।
যেতে যেতে হঠাৎ বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ
'কীরে তুই এখানে?' অবাক হয়ে শুধিয়েছে, 'তুই বাড়ি যাবিনা?'
ছেলেটা মুখ ঘুরিয়েছে কান্না লুকোতে, ওরা বলেছে 'কী ডাঁট!'
আর দাঁড়ায়নি।
যদিও সকালবেলায় ওরা সবাই স্কুলে এসেছিল একইসঙ্গে
হেসেছিল, ছবি এঁকেছিল, প্রজাপতি উড়িয়েছিল একসঙ্গেই
যদিও তখন এই ছেলেটাকেই ঘিরে ধরে ওরা বলেছিল
আমাদের বাঁশী শোনাতে হবে।
একটু আগে ওরা সার বেঁধে চলে গেছে,
কেউ মুখ টিপে হেসেছে ব্যঙ্গে, কেউ মুখ বেঁকিয়েছে অবজ্ঞায়
আবার কেউ বা ভেবেছে একান্ত লজ্জায়, এও আমাদের সহপাঠী
এই বাজেমার্কা ডিটেইন্‌ড্ ছেলেটা!

বলা যায়না

চারপাশে দেখি বহু লোক
কত পুষ্প কত নীড় প্রেমিক প্রেমিকা
কিন্তু আমার কেউ নয়!
এদের কাউকে ডেকে বলা তো যায়না
চল এক স্বপ্নের দেশে যাই নতুন বাস্তবের ভিত গড়তে।
বলা যায়না, এসো গোয়েন্দার মতো খুঁজে বার করি দুঃখের চোরা ঘাঁটিগুলো
দুজনে মিলে জগতের হই।

দূরের দেবতা

দূরের দেবতা দেখি কাছে এসে কীট হয়ে যায়
বুঝি প্রেম পৃথিবীর নয়।
দুর্জন নির্জন মন তবু হয় কামনাকুঞ্জিত
অবোধ শিশুর মতো দিন ক্রমাগত প্ররোচিত
যদিও কে যেন বলে কানে কানে সুতীব্র ভাষায়
প্রেম এই পৃথিবীর নয়।

তবুও সহাস্য ঊষা, তথাপিও মধুর গোধূলি,
তবু রক্তবীজ আশা, তবু, তবু সর্বাঙ্গ বিহ্বল,
তবুও প্রিয়ের নাম একমাত্র ধ্যানের বিষয়
যদিও সে ধ্যান ভাঙে, বুঝি, প্রেম পৃথিবীর নয়।

এখন

তখন সঁকাল ছিল
দেহ জুড়ে ঝর্ণা ছিল
তখন আকাশ ছিল
আকাশেতে তারা ছিল
মানুষ মন্দির ছিল
তখন যে তুমি ছিলে নিশ্বাসের মতোই নিকটে।

আজ মধ্য দিনে
ঝড়ে কাঁপে যখন জীবন
ধুলোমাটি লেগে গেছে প্রিয় ধ্যানে নিতান্ত নিলাজ
অক্ষম পার্থের মতো কাঁদি
এখন কোথায় তুমি
বিশ্বাসের মতোই সুদূরে!

আশা

স্বর্গের সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল অফিসের এই ছয়তলায়
আশাশিশুগুলি কাঁদে ফাইলের চাপে,
মন ভেবেছিল দুটি মৃগআঁখি তৃষ্ণা মেটাবে তার
সহসা শুনেছে জল চলে গেছে কলে।
বিপরীতমুখী ট্রেনের মতন কেউ এসেছিল পাশে
সুতীব্রবেগে শুধু ছেড়ে যাবে বলে।
তবু আজও ভাবি যেন কারে পাব
তারার আলোয় তরণী ভাসাব
ভাবি খুঁজে পাব অথৈ ব্যথায় আমার আমির কূল।

কবিতা এসোনা

কবিতা এসো না, এসো না আমার কাছে,
এখন টাকার হিসাব মেলাতে হবে
খাঁচার জীবনে তোমার আসন নেই
যাও গো কবিতা, অনেক যে কাজ আছে।
যদিও তোমাকে ডেকেছি অনেক দিন,
বহু বিভাবরী সেধেছি চোখের জলে,
মহতের চোখে পেয়েছি তোমার চিঠি
দিয়েছি জবাব নিজ অন্তরতলে।
যদিও যখন রক্তে ভেসেছে মন
তুমি দেখিয়েছ মধুময় জেতবন
বাঘের মতন মানুষ ছিঁড়েছে বুক
তুমি চুমিয়াছ মৃত্যুশীতল মুখ
তবু যাও যাও আমি যে উপায়হীন
অন্নের দায়ে অসূর্য আজ দিন।

আজ ছুটি

আজ ছুটি, কেউ মারা গেছে,
চল তবে সিনেমায় লাইন লাগাই
অথবা চুটিয়ে আড্ডা মারি।
ভাবার দরকার নেই কেন এ জীবনে শীতের ভোরের মতো
কুয়াশায় ঢাকা দুহাত দূরেরও বস্তু,

কেন এত ছায়া চরাচরে,
কেন সন্তানের মুখে প্রাণপণে মুখ ঘষলেও সে ছায়ার স্বাক্ষর মোছেনা
এত স্বেদ—এত রক্ত—কেন এই ছায়ারা ঝরায়
অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি কেন এত হাসি, কান্না দায়!

তার চেয়ে চল সিনেমাহলের অন্ধকারে বান্ধবীর কাঁধে হাত রাখি
কেননা আজকে ছুটি, কোন এক বৃদ্ধ মারা গেছে
শিশুর হাইয়ের মতো জীবনটি শেষ করে দিয়ে।

তখনও

যখন নগ্না নারী ঝড় হয়ে ছুটে আসে দুর্বার
সাগরেতে এ জাহাজ ডুবুডুবু, এই বুঝি ডুবে যায়,
তখনও আশার কাঁটা উত্তরে
যদিও নিরুত্তর তুমি রও।

শত শত দেবতারা আঁধারে গভীর ঘুমে মগ্ন
সোনালি স্বর্গ ঘিরে কালো বিছে ঘোরে আর কামড়ায়,
তখনও ব্যথার কাঁটা উত্তরে, প্রিয়াননে যদিও
বল্গা সুদৃঢ় হাতে ধরে আজও বসেনি সে সারথি।

যখন ছিলাম ছোট

যখন ছিলাম ছোট ইস্কুলে যেতাম
ইস্কুলের ঘরগুলো বড় বড় ছিল, বুকের দরজা কত বড়,
কত আলো আর হাওয়া,
জানালার ফাঁক দিয়ে গাছের সবুজ পাতা বেশ দেখা যেত
ঝাঁক ঝাঁক আশা আকাশেতে সাদা সাদা মেঘ হয়ে কেমন বেঁড়াত।

এখন যে স্যাঁতসেতে ঘরে জীবনের মেঝেতে ফাটল,
কৈশোরের সাথী সব কত দূরে সরে গেছে
স্বপ্নের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে বড়বাজারেতে পড়ে গেছে
একটু প্রাণের হাসি, দুটো দরদের কথা, ক্ষুধিত চোরের মতো খুঁজি
ফাইলের ভীড়ে কিম্বা শাড়ীর স্তূপেই ঢেকে গেছে রেনিডে'র মজা।

আমাকে বোলোনা

একথা বোলোনা তুমি এইভাবে চলতেই হবে
এই গিরগিটির মতন। এ কোমল কারাগারে খুন করতেই হবে
বেদুইন বাসনাগুলিকে;
পুরু কাঁচ চশমায় চোখ ঢেকে টাকা গুণতেই হবে
তেলচিটে ধুতি পরে সময়ের এঁদো ঘরে বসে।

আমার যে ইচ্ছে হয় কালই সকালের ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি ছেড়ে দেব
শহরে ও গ্রামে গঞ্জে সহস্র তোমার কাছে অজস্র আমার বার্তা যাবে
বহু পৃথিবীর পথে বেপরোয়া ঘোড়ার মতন ছুটবই,
আমাকে বোলোনা তুমি ইন্দ্রিয়কে সিঁদকাঠি করে
রক্ত দিয়ে দোকান সাজাতে।

দাঁড় ঠেলা

শুধু দাঁড় ঠেলে ঠেলে যাওয়া, বেসুরো বেরঙা জলে ক্রমাগত এই দাঁড় বাওয়া।
কম্পাস কাঁপে সন্ত্রাসে
দূরের আকাশে কখন যে শুকতারা ভেঙে পড়ে চুর চুর হয়ে
পলকেতে মুখ মরুভূমি, আশা ভাষাহীন, দৃষ্টিতে সাপের ছোবল!
শুধু রাত বেড়ে চলে, শুধু বোবা অভিমানে ঢেউগুলি ওঠে ফুলে ফুলে
চোখের কাজল কখন যে মনে লাগে, কখন যে ঝড়ে নেভে হাসি,
তারপরে বাকি থাকে শুধু এই দাঁড় ঠেলা অকূল অগাধ ক্রূর জলে!

দুঃসংবাদ

কেন এই অস্থিরতা!
ঘড়ির কাঁটায় ঘেরা রাজপথে কোনই গভীর বার্তা আসেনাতো ইস্কুল্ন পালিয়ে
হিমঘর থেকে আনা কোন মেঘ নামায়না নয়নে শ্রাবণ
সমস্ত বিপ্লবী প্রশ্ন পলাতক, মিসায় আটক, ফুলশয্যার রাত থেকে।
শ্যাম কিশলয়গুলি কখন হলুদ হয়ে ঝরে গেছে ঘুমন্ত শহরে
তবু কেন এ বিষাদ অবাধ্য ভ্রূণের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে যায়
আজ এ পৃথুল দিনে দুঃসংবাদ নিয়ে এল কেউ
জমাট তাসের আড্ডা ছেড়ে এস, ছিঁড়ে গেছে দুনম্বরি খাতা।

দূর ভবিষ্যতে

সেই যে জমাট সন্ধ্যা, কলহাসি, অপরূপ মুখের মিছিল
ডুবে গেল কোন জলে!
এই যে সুন্দর দিন সোনার পাল্কির মতো সামনে এসেছে
একে ছেড়ে দিতে হবে, একে ছেড়ে যেতে হবে কি জানি বোরখা ঢাকা
কোন পথ দিয়ে,
বুঝি চোখে ভীড় করে আসবে সেদিন, না বোঝা কথার ভ্রুণ,
কত বলা কথার কঙ্কাল।
তারপরে চলে যাবে বিবর্ণ খোলস ব্যর্থ গণিকার মতো কোন শূন্যতায়!
তার আগে একটু দাঁড়াও হে বিলীয়মান দিন, একখানি চিঠি নিয়ে যাও,
দূর ভবিষ্যতে কোন যুবকের আহত অন্তরে প্রেমিকার বাহুস্পর্শে বোলো
বাস্তিল আজ নেই, এ বিভীষিকাও সরে যাবে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে

মাঝে মাঝে মনে পড়ে, তখন পেছনে চেয়ে দেখি
ঘুমন্ত শিশুর গালে অশ্রুর রেখার মতো শুকিয়ে গিয়েছে সব চাওয়া।
একখানি খোলা খাতা পৌষের কুয়াশায় শুধু
নির্বাক প্রবালদ্বীপে চুল এলো করে বসে আছে।
তারপরে হাতঘড়ি দেখি
নটা দশ বেজে গেছে! ছুটে যাই তীরের মতন।

কেন রোদ উঠছেনা

কেন রোদ উঠছে না তাই নিয়ে ভাবনা তোমার?
তুমি ওঠালেই ওঠে এ কথা কি ভেবেছ কখনও,
অন্দরে,মন্দিরে, বস্তিতে, মসজিদে, গীর্জায়, তুমি রোদ ওঠালেই ওঠে,
মর্গের কোণে কোণে আবার টগর ফুল ফোটে
তুমি ওঠালেই রোদ ওঠে।

জানি তুমি শ্যাওলার ওপরেতে দাঁড়িয়েছ একা
চৌকোণা রাত্তির সামনে সর্বদাই ঝোলে
মানুষের চোখ যেন ঘষা কাঁচ কথাগুলো ভাঙ্গা ছাঁচ জানি,
তবুও এ চিঠি নিয়ে এখনও সবুজ মাঠে হাওয়া দেখি এলোমেলো ছোটে
তুমি রোদ ওঠালেই ওঠে।

অফিসে না গিয়ে

ধর আজ অফিসে না গিয়ে
মোমের মতন কিছু কথাই গলাতে চাই যদি
নিজেকেই নিজে আলো দিতে!
সময় নামক কোন শাসককে করজোড়ে বলি
দয়া কর, আজকের দুপুরটা শুধু আমাকে আমার কাছে পেতে দাও,
স্মৃতির কুটিল স্রোতে কিছু ব্যভিচারী ডুব দিয়ে
অপসৃত প্রভাতের কাদা অবাধ অশ্রুতে ধুতে দাও।
ধর আজ অফিসে না গিয়ে
যদি চলে যাই কোন ছিঁড়ে ফেলা দিনের গভীরে!

কোথায় ঘুমিয়ে

কখনও অশ্রুতে স্বপ্ন ডুবে যায়,
আবার কখনও হাসির বিদ্যুৎ লেগে অনেক স্বপ্নের গর্ভ পুড়ে যায়
ছোট ছোট কথার কাদায় কতনা মুহূর্ত হতমান,
বহু মৃত দৃষ্টির গরলে ছেয়ে যায় স্মৃতির ফাগুন।
প্রতীক্ষায় অবসন্ন দিন কাটে বুভুক্ষাকাতর
আদিগন্তজোড়া ধূ ধূ বরফের সাম্রাজ্যের নীচে
পরিত্রাতা কোথায় ঘুমিয়ে!

ছবিটা

ছবিটা গেছে দেয়ালে তবু বেহায়া হুক
এখন শুধু একটি ফালি অন্ধকার,
চিহ্নিত এই ঝিনুকগুলি পায়ে জড়ায়
এখন শুধু একটি ঘর, একটি মুখ।

এখন নেই ভোরের খোলা মাঠের পরে
প্রতিশ্রুত সেই কুয়াশার বিশাল বুক,
বাগান জুড়ে সেই শিশিরের আসর নেই
সেরে গেছে নিন্দনীয় সব অসুখ।

বেহায়া দিন

বন্ধু নদী কখন যে বয় কখন শুকায় এইখানেতে,
তোমার চিঠি খামে মোড়া, পড়েই আছে হয়নি পড়া,
এখানে যে অল্প পাওয়া পেয়ে হারানো অনেক বেশি।

নিভে যাওয়া মুখের ভীড়ে মনের নিশাস বন্ধ যে হয়
বিরল তিয়াস মিটবে তেমন বিরলতর বারি কোথায়
তবুও কেন বেহায়া দিন স্বপ্ন দেখে তোমার চোখের
সোনার পাখী উড়ুৎ ফুড়ুৎ ডাঁই করা এই ছাইদাগাতে।

কবিতা, যথার্থ বল

কবিতা, যথার্থ বল তোমার প্রেমিক আছে এ পাড়ায় এখন ক'জন।
বিপুল চুম্বনে শত পৌর্ণমাসী রক্তে খেলা করে
তোমার গোপন গন্ধে কার বিশ্ব হয় প্রাণবান
কবিতা, যথার্থ বল তোমার প্রেমিক আছে কে কে।
ঘৃণায় বা জিঘাংসায় নয়,
শুধু এক সুবিন্যস্ত শ্রদ্ধার গভীরে উৎকণ্ঠায় জেগে আছে কারা
কেবল এটুকু তুমি আমাকে জানাও, তারপর,
মৃতদের মুখে আমি ছুঁড়ে দেব তীক্ষ্ণ উপহাস।

মোড়

আমি এই মোড়টুকু পেরোতে গিয়েও বারে বারে পিছিয়ে আসছি
এদিক ওদিক থেকে চারিদিক থেকে
উৎকট আওয়াজে লাগাতার ছুটে যায় যন্ত্রদানবেরা
এই মোড়টুকু তাই পেরোতে গিয়েও
বর্ষার পিচ্ছিল পথে বারে বারে পিছিয়ে পড়ছি।

কাল রাতে সাইক্লোন হয়ে গেছে,
কয়েকটা দোমড়ানো গাছ দূরে দূরে সাক্ষী হয়ে আছে,
প্রহরী আলোক কিছু ভালো হত এখানে থাকলে, কিন্তু তা নেই
বাস লরি মোটরের ভীড়ে তবুও এ মোড়টুকু আমাকে যে পেরোতে হবেই।

সেই কবে থেকে আমি এই মোড় পেরোতে চাইছি,
পারছিনা কিছুতেই, বারে বারে পিছিয়ে যাচ্ছি
সেই সাইক্লোন, সেই দোমড়ানো গাছ, সেই প্রহরী আলোর অনটন,
এদিক ওদিক থেকে চারিদিক থেকে অসংখ্য যন্ত্রের ছুটে আসা
রক্তের মাঝ দিয়ে, আমার স্বপ্নের মাঝ থেকে, তোমার হিংস্র চলে যাওয়া!

চুপ করে থাকি

চুপ করে থাকি, চুপ করে থাকা ভালো।

বাতাসে তো আর বাজেনা সে মর্মর
প্রতি পথে সেই গতানুগতিক ধুলো,
আকাশের নীলে রক্তাল্পতা, সকালের মুখ কালো,
চুপ করে থাকি, চুপ করে থাকা ভালো।

যখন কেবল যন্ত্রেরা চারিধারে, দৃষ্টির তটে যন্ত্রণা দেখে হাসে,
স্বপ্নের শেষ সোনার দোকানে, শিউলিরা বিহ্বল,
সুগঠিত শুধু শবের মিছিল আর সবই অগোছালো,
চুপ করে থাকি, চুপ করে থাকা ভালো।

আমার কথারা

আমি কথা নিয়ে খেলা করি। জলজ উদ্ভিদে স্তন্যে মাখামাখি হয়ে
এক এক মশাল হাতে আমার কথারা ঢুকে পড়ে প্রাণের গভীরে
আনাচে কানাচে খুঁজে ফেরে আয়ুষ্মান লাবণ্যসঙ্কেত।
আমি কথা নিয়ে খেলা করি বর্ষায়, রোদ্দুরে আর নবজাত শিশুর সৌরভে।

কোথাকার সমুদ্রের তীরে আমার অনেক কথা বালকের মতো জড়ো হয়
সী গালের পাখায় লাফায়, শুশুকের সঙ্গে ডুব দেয়,
মাঝরাতে আকাশের গায়ে আমার কথারা কাঁপে অনুতাপে, লজ্জায়, আশায়,
আমার কথারা এই কংক্রীটের মহানগরীতে দুর্লভ ব্যথার বীজ খোঁজে।

একলা

একলা, একলা, ভীষণ একলা লাগে।
যদিও সন্ধ্যা, সকাল, দুপুর ভরে
বহু উৎসবে অনন্ত মুখরতা
যদিও শূন্যে বহু পাখী, জলে মাছ,
এখনও তেমনি ওড়ে আর খেলা করে।

একলা, একলা, ভীষণ একলা লাগে।
ঊর্ধ্বাশী তৃষা নির্দয় বিষে নীল,
কোনো গৃহকোণে উষ্ণতা নেই আর,
আমের বউলে বাজারের বেচাকেনা,
একলা, একলা ভীষণ একলা লাগে।

মা, সেদিন

বড্ড বেশি কথায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে তোমায় চুপ করতে বলেছি কতদিন
সে রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, আয়োজন, ব্যস্ততা,
সেদিন তুমিই নায়িকা
কই একটা কথাও তো বললে না!
তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল আমাদের ঘরের দালানে, ঘরের মধ্যে,
আর আমি ভাবছিলাম
গঙ্গাস্নানে যাবার আগে এই প্রথম একটা শাড়ী পরেছ তুমি
যার আঁচলে একটি পয়সাও বেঁধে নাওনি।

বর্ষাতি পাঠিয়ে দিও

খেলনার থালায় স্নেহ মমতা উদারতা সাজানো আছে
লিলিপুটের কাপে সমবেদনার অশ্রু।
এখনও শেষরাতে দরজায় রাক্ষুসে ঘা পড়ে
দুধকুমারের ডাকে সহস্রদল আর জাগেনা।
এখন ঘরের মধ্যে বাসের পাদানি,
ও কন্ডাক্টার দাদা, তাড়াতাড়ি টিকিটটা কাট ভাই
এখুনি নেমে যেতে হবে।
যখন তোমার বুকে বর্ষা নামবে আমি যাব বইকি,
কেবল একটা বর্ষাতি পাঠিয়ে দিও।

তবুও মানুষ

তবুও মানুষ,
গাছ নয়, কিম্বা কুকুর।
যদিও মানুষ ক্লিন্ন, পদচ্যুত নক্ষত্র নিথর
বুদ্ধির দাপটে করে হৃদয়ের শ্লীলতাহরণ
যেসব গানের পাখি কিছুদিনও আগে
'মানুষ' 'মানুষ' বলে ডেকেছিল বিপুল আবেগে
আজ তারা অভিমানে মূক।
তবুও মানুষ,
জানতো, মানুষই পারে মানুষকে ঘর গড়ে দিতে,
রক্ত দিতে, প্রিয় নাম দিতে।

অনিবার্য নিরালোকে

পুরোনো নদীর তীরে গিয়ে দেখলাম নদীর নতুন মুখ।
সুশৃঙ্খল হাসি দিয়ে ঘেরা আলাপের গণ্ডীতে বসে জানলাম
গলদা চিংড়ি আর বন্ধুর সময়ের দাম এখন আকাশছোঁয়া।
বিদায়ের বেলা করমর্দনের জন্যে বন্ধু যেই হাত বাড়িয়েছে
লোহার গেটের বাইরে অনিবার্য নিরালোকে সে হাত হারিয়ে গেল দ্রুত।